দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

স্কুল ব্যাংকিংয়ে ১৮০০ কোটি

প্রকাশিত: ২৪ - নভেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তিগত আমানত সঞ্চয় ব্যাংক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম আর্থিক সংযোজন। যে কোন মানুষ তার নিজস্ব অর্থের কিছু অংশ জমা করে রাখলে ভবিষ্যতে তা মুনাফাসহ একটি বিরাট অঙ্কে পরিণত হয়। তবে এই লাভজনক ব্যাংকিং পদ্ধতি এক সময় দেশের সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সরকার এই আর্থিক সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশের উল্লেখযোগ্য অংশকে এর প্রক্রিয়াধীন করতে বিভিন্ন কর্ম প্রকল্প গ্রহণ করে। ফলে এক সময় দেশব্যাপী মাত্র ১০ টাকায় কৃষিজীবীদের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার প্রজ্ঞাপন তৈরি হলে তা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগায়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে নতুনভাবে চিন্তা করা হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুল ব্যাংকিংয়ের মতো মহৎ ও বৃহৎ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। তেমন লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাংকিং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সরকার থেকে প্রজ্ঞাপন এবং নির্দেশনা আসে। সরকারী-বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। এর সুফল পেতেও খুব বেশি দেরি হয়নি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নামে যে হিসাব সঞ্চয় খোলা হয় তাতে নিজস্ব জমাকৃত অর্থ যেমন ব্যক্তিগত খাতকে লাভবান করে পাশাপাশি ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায়ও আসে এর যুগান্তকারী সম্ভাবনা। ফলে মাত্র ৭ বছরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এর হিসাব দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। স্কুল শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হয় ১৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৪৩ জন। তবে এই স্কুল ব্যাংকিংয়ের বিষয়ে গ্রামের চাইতে শহরই এগিয়ে। এ ছাড়া বেসরকারী ব্যাংকগুলোতেই খুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি। ২০১৯ সালের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্কুল শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২১ লাখ। আর সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা মজুদ আছে ১৮০০ কোটি টাকা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরও বেশি সাড়া জাগাতে কোন কোন ব্যাংক তাদের জন্য আলাদা ডেস্কেরও ব্যবস্থা করেছে। শিশু-কিশোরদের জমাকৃত টাকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারী ব্যাংকগুলো এগিয়ে। এতে নতুন ও খুদে প্রজন্ম ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হচ্ছে। অতি অল্প বয়স থেকে জেনে যাচ্ছে টাকা কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সঞ্চয় করতে হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেও অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আধুনিক প্রজন্মের মনোসংযোগ বেড়ে গেলে নিজেরাই শুধু উপকৃত হবে না, পাশাপাশি ব্যাংকগুলোও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

এ ব্যাপারে অন্য আরও একটি বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্টদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। সঞ্চিত অর্থের অঙ্ক যতই বাড়তে থাকবে, সেখানে নতুন কোন লাভজনক ব্যবস্থা তৈরি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা একান্ত আবশ্যক। স্কুল ব্যাংকিং কর্মপ্রক্রিয়াকে সারাদেশে দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত করতে পারলে জমাকৃত টাকার অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। আর সেই বিরাট অংকের টাকা কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সেই মুনাফা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে খরচ করলে সরাসরি শিক্ষার্থীরাই তার ফল ভোগ করবে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্মিলিতভাবে এমন মহতি কর্মোদ্যোগ নিতে পারলে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষা খাতটি তার সমস্যা কাটিয়ে নতুন সম্ভাবনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে। টাকার মূল্যমান শুধু অর্থ দিয়ে হয় না। তার যথাযথ বিনিয়োগ সম্ভাবনা নির্দিষ্ট টাকার অংক বাড়ানো ছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নেও প্রয়োজনীয় অবদান রাখবে। তবে এই সব বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতায় পুরো কর্মপ্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবনমান এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির সহযোগী শক্তি হিসেবে এগিয়ে নিতে পারলেই স্কুল ব্যাংকিং তার যথার্থ মর্যাদা আর আবেদনে সর্বজনগ্রাহ্য হতেও বেশি সময় নেবে না। সুতরাং স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখার চাইতেও সংশ্লিষ্টদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে এর যথার্থ বিনিয়োগ নিতান্তই প্রয়োজন।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com